বেসরকারী স্কুলে ছাত্র বেতন বৃদ্ধি

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

শিক্ষা বছরের শুরুতে নগরীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বেসরকারী বিদ্যালয়ে ছাত্র বেতন ও সেশন ফী যথেচ্ছভাবে বাড়াইয়া দিয়াছে। ভর্তির নামে অনেক স্কুলে মোটা অংকের ডোনেশন আদায় করা হইতেছে। এ অভিযোগ অভিভাবকদের।

জানা যায়, মতিঝিলের একটি বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের একটি বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়সহ বেশ কিছু বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের খালি আসনে ভর্তির ক্ষেত্রে মোটা অঙ্কের ডোনেশন আদায় করা হইতেছে। বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে ডোনেশনের কোটা বাড়ানোর ফলে অনেক যোগ্য ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাইতেছে না। একটি বিদ্যালয় তৃতীয় শ্রেণীর খালি আসনের প্রতিটিতে ভর্তির জন্য অভিভাবকদের নিকট হইতে পাঁচ হাজার টাকা হারে এককালীন ডোনেশন আদায় করিয়া ছাড়িয়াছে। আবার

(৮ম পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্র বেতন বৃদ্ধি

(১ম পৃঃ পর)

একই আসনের জন্য আবেদনপত্র বিক্রয় করা হইয়াছে দশ টাকা হারে। কোন কোন বিদ্যালয়ে ইহার চাইতেও বেশী দামে আবেদনপত্র বিক্রি হইতেছে।

ছাত্র বেতন ও অন্যান্য ফিস শতকরা তিরিশ ভাগ হইতে একশত ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ে। যে সকল বেসরকারী স্কুল ইতিমধ্যে কিছুটা সুনাম অর্জন করিয়াছে সে সকল স্কুলে টিউশন ফী বাড়িয়াছে সর্বাধিক। একজন শিক্ষকের অভিযোগ, যেখানে নীচের ক্লাসের একজন ছাত্র বা ছাত্রীর ভর্তির জন্য এক মাসের বেতনসহ একশত টাকা নিলে চলে সেখানে তিনশত-সাড়ে তিনশত টাকা পর্যন্ত দাবী করা হইতেছে। খুব কম বেতন বাড়ানো হইয়াছে এমন একটি বিদ্যালয়ে এ বছর ছাত্র বেতন হইতেছে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ, তৃতীয় হইতে পঞ্চম পঁচিশ, ষষ্ঠ হইতে অষ্টম তিরিশ এবং নবম ও দশম পঁয়তিরিশ টাকা। 'বিশেষ জনপ্রিয়' বিদ্যালয়ের অনেকগুলিতে ভর্তির জন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের বিশেষ শিক্ষককে তিন/চার মাস 'কোচিং' বাবদ তিন হাজার পাঁচ হাজার এমনকি ততোধিক টাকা প্রদান করিতে হয়। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, এই 'বিশেষ কোচিং-এ' ছাত্র-ছাত্রীরা তেমন কিছুই শিখিতে সক্ষম হয় না, কেবল যোগ্যতা অর্জন ব্যতীত ভর্তির সুযোগটিই লাভ করে সহজে।

গত ৩রা ডিসেম্বর বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (মান্নান)-এর উদ্যোগে ঢাকা নগরীর বিভিন্ন বেসরকারী বিদ্যালয়ের প্রায় একশত প্রধান শিক্ষকের এক সভায় যথেষ্টভাবে ছাত্রবেতন ও অন্যান্য ফিশ না বাড়াইয়া অভিভাবকদের সামর্থ্যের কথা বিবেচনায় রাখিয়া সুষম ব্যবস্থায় যৌক্তিকভাবে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। বেশ কিছু 'জনপ্রিয়' বিদ্যালয়ে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয় নাই।

এব্যাপারে জনশিক্ষা বিভাগের একজন কর্মকর্তার সহিত গতকাল (শুক্রবার) রাত্রে যোগাযোগ করা হইলে তিনি জানান, বেসরকারী বিদ্যালয়ে ছাত্র বেতন ও অন্যান্য ফিশ বৃদ্ধির বিষয়টি তাহাদের জানা নাই।